প্রথম আলো
14 AUG 2016

সুগন্ধি চাল রপ্তানিতে কঠোর সরকার, কমানো হচ্ছে কোটা

মন্ত্রণালয়ের আদেশ জারি

শীর্ষ ১০টি বড় মিলমালিকের কাছে বিপুল পরিমাণ সুগন্ধি চাল মজুত রয়েছে। চাল না ছেড়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানোর অভিযোগ।

- অনুমোদন দেওয়া রপ্তানি কোটা পুনর্বিবেচনা করে তা কমানো বা সমন্বয়ের উদ্যোগ।
- দুই দফায় মোট ২৭৮ প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার ২৭০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বাজারে সুগন্ধি চালের চাহিদা ও দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানিতে কঠোর হয়েছে সরকার। অনুমোদন দেওয়া রপ্তানি কোটা পুনর্বিবেচনা করে তা কমানো বা সমন্বয়ের উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

তাই অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো কী পরিমাণ সুগন্ধি চাল বিদেশে রপ্তানি করেছে, সে তথ্য আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখায় জমা দিতে বলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, সুগন্ধি চালের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আগে দেওয়া রপ্তানি অনুমোদনের পরিমাণ কমানো বা সমন্বয় করা প্রয়োজন।

কেন এমন সিদ্ধান্ত

যেসব প্রতিষ্ঠান অনুমতি পাওয়ার পরও নির্ধারিত পরিমাণ সুগন্ধি চাল রপ্তানি করতে পারেনি কিংবা আংশিক রপ্তানি করেছে, মূলত তাদের অব্যবহৃত কোটা পুনর্বিবেচনার আওতায় আসতে পারে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

এর আগে ২ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সুগন্ধি চালের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে চালের উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বাজার পরিস্থিতি ও রপ্তানির প্রকৃত চিত্র পর্যালোচনা করা হয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রথম দফায় ১৩ মে ২১১টি এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৭টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার ২৭০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ২ আগস্টের বৈঠকে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, দেশের শীর্ষ ১০টি বড় মিলমালিকের কাছে বিপুল পরিমাণ সুগন্ধি চাল মজুত রয়েছে। বাজারে প্রয়োজন অনুযায়ী চাল না ছেড়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার কারণেই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের।

সব পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনার পর বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা ঠেকাতে কঠোর তদারকির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বাজার তদারকি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কী করবে সরকার

রপ্তানির অনুমতি পেয়েও যারা নির্ধারিত পরিমাণ সুগন্ধি চাল বিদেশে রপ্তানি করতে পারেনি, তাদের অব্যবহৃত কোটা বহাল রাখার যৌক্তিকতাও পর্যালোচনা করবে সরকার। এ জন্যই জরুরি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে প্রকৃত রপ্তানির তথ্য চাওয়া হয়েছে।

এসব তথ্য যাচাইয়ের পর অনুমোদিত রপ্তানি কোটা কমানো বা সমন্বয়ের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ সুগন্ধি চাল রপ্তানি শুরু করে।

জানা গেছে, বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিশ্বের ১৩০টির বেশি দেশে এ চাল রপ্তানি করে আসছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে রপ্তানিযোগ্য সুগন্ধি চালের একটি তালিকা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে কালিজিরা, কালিজিরা টিপিএল-৬২, চিনিগুঁড়া, চিনি আতপ, চিনিকানাই, বাদশাহভোগ, কাটারিভোগ, মদনভোগ, রাঁধুনিপাগল, বাঁশফুল, জটাবাঁশফুল, বিন্নাফুল, তুলসীমালা, তুলসী আতপ, তুলসীমণি, মধুমালা, খোরমা, সাককুর খোরমা, নুনিয়া, পশুশাইল, দুলাভোগ ইত্যাদি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

সমকাল
14 AUG 2016

সুগন্ধি চালের রপ্তানি কোটা কমানো হচ্ছে

সমকাল প্রতিবেদক

দেশের বাজারে সুগন্ধি চালের চাহিদা ও দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানিতে কঠোর হচ্ছে সরকার। অনুমোদন দেওয়া রপ্তানি কোটা পুনর্বিবেচনা করে তা কমানো বা সমন্বয়ের উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো কী পরিমাণ সুগন্ধি চাল বিদেশে রপ্তানি করেছে, সে তথ্য আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই আদেশ জারি করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, সুগন্ধি চালের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আগে দেওয়া রপ্তানি অনুমোদনের পরিমাণ কমানো বা সমন্বয় করা প্রয়োজন। এ জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তাদের প্রকৃত রপ্তানির পরিমাণের বিস্তারিত তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখায় জমা দিতে হবে।

যেসব প্রতিষ্ঠান অনুমতি পাওয়ার পরও নির্ধারিত পরিমাণ সুগন্ধি চাল রপ্তানি করতে পারেনি কিংবা আংশিক রপ্তানি করেছে, মূলত তাদের অব্যবহৃত কোটা পুনর্বিবেচনার আওতায় আসতে পারে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

এর আগে গত ২ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সুগন্ধি চালের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চালের উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বাজার পরিস্থিতি ও রপ্তানির চিত্র পর্যালোচনা করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রথম দফায় ১৩ মে ২১১টি এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৭টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার ২৭০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সভায় জানানো হয়, অনুমতি পাওয়া অনেক প্রতিষ্ঠানই

> রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে তিন দিনের মধ্যে তথ্য চেয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

তাদের নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী চাল রপ্তানি করতে পারেনি। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আংশিক রপ্তানি করেছে। ফলে অনুমোদিত কোটা ও প্রকৃত রপ্তানির মধ্যে বড় ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এ কারণেই প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকৃত রপ্তানির হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করছে মন্ত্রণালয়।

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, দেশের শীর্ষ ১০টি বড় মিলমালিকের কাছে বিপুল পরিমাণ সুগন্ধি চাল মজুত রয়েছে। বাজারে প্রয়োজন অনুযায়ী চাল না ছেড়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার কারণেই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। সব পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনার পর বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা ঠেকাতে কঠোর তদারকির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

রপ্তানির অনুমতি পেয়েও যারা নির্ধারিত পরিমাণ সুগন্ধি চাল বিদেশে রপ্তানি করতে পারেনি, তাদের অব্যবহৃত কোটা বহাল রাখার যৌক্তিকতাও পর্যালোচনা করবে সরকার। এ জন্যই জরুরি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে প্রকৃত রপ্তানির তথ্য চাওয়া হয়েছে। এসব তথ্য যাচাইয়ের পর অনুমোদিত রপ্তানি কোটা কমানো বা সমন্বয়ের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে একদিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে সুগন্ধি চালের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, অন্যদিকে প্রকৃত সক্ষম রপ্তানিকারকদের সুযোগ অব্যাহত রাখার মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছে সরকার।

The Financial Express
14 AUG 2026

Govt moves to curb aromatic rice exports

MoC seeks shipment data as domestic prices hit record highs

FE REPORT

The government is planning to reduce or adjust previously approved export quotas for aromatic rice as soaring domestic prices and an unusual rise in demand raise concerns over supplies in the local market.

The Ministry of Commerce (MoC) has sought exporters' actual shipment data before deciding whether to cut unused or partially used allocations.

Prices of fragrant rice have risen to an all-time high of Tk 210–230 a kg in recent times, which traders have attributed to the permission granted for exports.

The MoC has also asked exporters that received permission to ship aromatic rice to submit details of the actual quantities they exported within three working days.

The Export-2 branch of the ministry issued the instruction in a letter on Thursday, citing the current market situation and increased domestic demand for aromatic rice.

The ministry said the previously approved export quantities needed to be reduced or adjusted in light of the domestic market situation.

Exporters have therefore been asked to submit detailed information on their actual exports to the Export-2 branch within three working days.

The unused quotas of companies that failed to export their approved quantities or exported only part of their allocations are likely to come under review.

Earlier, a high-level meeting was held at the Ministry of Commerce on August 2 to review the market situation of aromatic rice.

The meeting, chaired by Commerce Minister Khandker Abdul Muktadir, reviewed rice production, domestic demand, market conditions and the actual volume of exports.

Based on recommendations from the Ministry of Food, the Ministry of Commerce approved exports of 45,270 tonnes of aromatic rice for 278 companies in two phases.

The ministry approved export permits for 211 companies for 27,850 tonnes on May 13, followed by permits for another 67 companies covering 17,420 tonnes.

The August 2 meeting was informed that many of the companies had failed to export their full approved quotas, while some had exported only part of their allocations.

As a result, there is a significant gap between the approved export quotas and actual shipments.

The ministry is now collecting updated, company-wise export data to assess the situation.

Business representatives at the meeting alleged that the country's top 10 large millers were holding substantial stocks of aromatic rice.

They alleged that prices had

I SEE PAGE 7 COL 1

I FROM PAGE 8 COL 6

risen because some millers were withholding supplies from the market, creating an artificial shortage. After reviewing the views of stakeholders, the Ministry of Commerce decided to strengthen market monitoring to prevent artificial shortages and excessive profiteering.

The Directorate of National Consumer Rights Protection and relevant business associations have been instructed to strengthen market surveillance.

The government will also examine whether it is justified to retain unused export quotas for companies that received approval but failed to ship the allotted quantities. The ministry has sought the actual export data from the companies on an urgent basis for this assessment.

After verifying the information, the government will decide whether to reduce or adjust the approved export quotas.

The retail price of locally produced aromatic rice has surged to an all-time high of Tk 230 per kg in the domestic market, putting additional pressure on consumers.

The Trading Corporation of Bangladesh (TCB) recorded a 60 per cent increase in aromatic rice prices over the past four months, while market sources said retail prices have risen by Tk 70–80 per kg during the period.

Local varieties, including Chinigura and Kalijeera, are currently selling at Tk 200–230 per kg.

Branded packaged aromatic rice is being sold at around Tk 210 per kg, up from Tk 170 a month ago and Tk 150–160 four months earlier. Loose Chinigura rice is now retailing at Tk 220–230 per kg, compared with Tk 180–190 a month ago and Tk 135–140 per kg in February.

tonmoy.wardad@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
14 AUG 2026

Bangladesh seeks Australia, NZ support to expand trade

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh has sought Australia's support for joining the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) to secure preferential market access after graduating from the least developed country (LDC) category.

It has also proposed signing free trade agreements (FTA) with Australia and New Zealand to boost bilateral trade and investment, reads a press statement.

Commerce Secretary Md Ataur Rahman Khan made the requests during meetings in Canberra yesterday and Wellington on Wednesday as he led a delegation to Australia and New Zealand to explore opportunities to increase bilateral trade.

In Canberra, the secretary met Ravi Kewalram, first assistant secretary of the Australian Department of Foreign Affairs and Trade, and Sarah Storey, first assistant secretary of the South and Central Asia Division.

Bangladesh sought Australia's support for its possible accession to RCEP and for extending the LDC graduation preparation period by another three years. Bangladesh has applied to the United Nations to extend its graduation period until November 2029.

The UN Committee for Development Policy has recommended the extension, while the UN General Assembly is expected to take a final decision in September.

Bangladesh also thanked Australia for continuing duty-free and quota-free market access for Bangladeshi products after graduation.

The country proposed a bilateral FTA with Australia. In response, Australia said it would consult stakeholders and determine the appropriate course of action.

Bangladesh has already formally submitted the RCEP accession questionnaire and started aligning its laws on intellectual property, competition and personal data protection with RCEP standards.

With a market of around 170 million people, Bangladesh's accession to RCEP could help create a trade bridge between South Asia, East Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

In Wellington, the commerce secretary proposed an FTA with New Zealand during a meeting with representatives of the country's Ministry for Primary Industries.

He also sought New Zealand's support for Bangladesh's possible accession to RCEP and emphasised the importance of extending the transition period by another three years to facilitate a smoother LDC graduation.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

Bangladesh also proposed establishing a business forum between the two countries, forming a technical working group among relevant agencies, designating dedicated focal points for communication and facilitating regular information exchange.

The meeting in Wellington also focused on strengthening cooperation in agriculture, food security, technology exchange and trade expansion.

Bangladesh is reshaping

NZ support to expand trade

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh has sought Australia's support for joining the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) to secure preferential market access after graduating from the least developed country (LDC) category.

It has also proposed signing free trade agreements (FTA) with Australia and New Zealand to boost bilateral trade and investment, reads a press statement.

Commerce Secretary Md Ataur Rahman Khan made the requests during meetings in Canberra yesterday and Wellington on Wednesday as he led a delegation to Australia and New Zealand to explore opportunities to increase bilateral trade.

In Canberra, the secretary met Ravi Kewalram, first assistant secretary of the Australian Department of Foreign Affairs and Trade, and Sarah Storey, first assistant secretary of the South and Central Asia Division.

Bangladesh sought Australia's support for its possible accession to RCEP and for extending the LDC graduation preparation period by another three years. Bangladesh has applied to the United Nations to extend its graduation period until November 2029.

The UN Committee for Development Policy has recommended the extension, while the UN General Assembly is expected to take a final decision in September.

Bangladesh also thanked Australia for continuing duty-free and quota-free market access for Bangladeshi products after graduation.

The country proposed a bilateral FTA with Australia. In response, Australia said it would consult stakeholders and determine the appropriate course of action.

Bangladesh has already formally submitted the RCEP accession questionnaire and started aligning its laws on intellectual property, competition and personal data protection with RCEP standards.

With a market of around 170 million people, Bangladesh's accession to RCEP could help create a trade bridge between South Asia, East Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

In Wellington, the commerce secretary proposed an FTA with New Zealand during a meeting with representatives of the country's Ministry for Primary Industries.

He also sought New Zealand's support for Bangladesh's possible accession to RCEP and emphasised the importance of extending the transition period by another three years to facilitate a smoother LDC graduation.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

Bangladesh also proposed establishing a business forum between the two countries, forming a technical working group among relevant agencies, designating dedicated focal points for communication and facilitating regular information exchange.

The meeting in Wellington also focused on strengthening cooperation in agriculture, food security, technology exchange and trade expansion.

Bangladesh is reshaping its trade policy ahead of LDC graduation. It has signed an Economic Partnership Agreement with Japan and finalised a CEPA with South Korea.

The Daily Star
4 AUG 2026

Import rules modernised with digital documents

STAR BUSINESS REPORT

The Bangladesh Bank (BB) yesterday introduced provisions for digital trade documents and alternative finance mechanisms, such as factoring to reduce the economy's reliance on traditional paper-based Letters of Credit (LCs).

In a consolidated circular, the regulator said the new framework incorporates the use of Electronic Transferable Records (ETRs), a digital equivalent of paper-based transferable documents or instruments, such as bills of lading, and digital signatures.

The move is aimed at achieving legal functional equivalence between paper-based and electronic documents, it said.

The framework covers a comprehensive range of import-related matters, including import trade procedures, online reporting, approved payment methods, and advance remittances.

It also provides detailed guidelines on bill of entry submissions, supplier's and buyer's credit, payment behaviour for timely settlements, and back-to-back LCs.

Additionally, the circular includes updated provisions on the retention of export proceeds for import payments, inland LCs in foreign currencies, and imports conducted through specialised and free trade zones.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

Regulations regarding the import of gold, silver, jewellery, and foreign currency notes have also been integrated into the document.

The central bank stated that these instructions will remain valid for one year from August 13, 2026.

"Any new instructions issued during this period will be read in conjunction with the circular," said a senior official of the BB.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Daily Star
14 AUG 20..

Govt tightens watch on aromatic rice exports

STAR BUSINESS REPORT

The government is tightening its watch on aromatic rice exports as domestic prices rise sharply, asking exporters to report their actual shipments so that unused quotas can be reviewed.

The commerce ministry yesterday directed exporters to submit details of their shipments within three working days. The information will help the ministry reduce or adjust approved quotas in light of the domestic market situation.

Over the past month, the price of BRRI Dhan-34, a fragrant rice variety, rose 13 percent to Tk 140-210 per kilogramme in Dhaka, according to price data compiled by the Department of Agricultural Marketing (DAM).

The price was also 63 percent higher than a year earlier, when the variety sold for Tk 90-125 per kilogramme.

Meanwhile, Chinigura, another aromatic rice variety, has risen to Tk 230 per kilogramme from Tk 190 two weeks ago, a 21 percent increase, according to several grocery shopkeepers in the capital.

The ministry said the quantity approved for export might need to be reduced or adjusted in response to the domestic market situation.

Exporters have therefore been asked to provide their actual shipment figures so the ministry can assess how much of their approved quotas remains unused.

The move is particularly relevant for companies that failed to export their full approved quantities or made only partial shipments. Their unused quotas could now come under review.

The government had earlier approved the export of 45,270 tonnes of aromatic rice for 278 companies in two phases, according to officials. Of these, 211 companies received approval in the first phase and 67 in the second.

At a meeting on August 2, authorities reviewed production, domestic demand, market conditions and the actual volume of aromatic rice exported. They found that several approved exporters had been unable to ship their full quotas. READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

The government is also stepping up market monitoring amid allegations from traders that some large millers are holding significant stocks of aromatic rice and releasing less than the market requires, contributing to higher prices.

After reviewing the situation, the commerce ministry decided to strengthen monitoring with the Directorate of National Consumer Rights Protection and relevant business organisations.

The latest data from ... (CAB), said the recent Tk 60-70 increase in the price of aromatic rice was unjustified, especially as the export volume allowed by the government was relatively small compared with domestic production and consumption.

"The first thing is that raising the price by Tk 60 to Tk 70 is simply unjust," he said.

Shafiuzzaman said Bangladesh produces around 20,000 tonnes of aromatic rice annually, while the export orders approved by the government account for only a small share of the ...

Bangladeshis living abroad can consume our aromatic rice and earn dollars for the country. But businesses should not be allowed to use the export permission as an excuse to raise prices in the domestic market," he said.

He also questioned the sharp rise in the price of packaged rice. According to him, a variety that was selling for around Tk 140-170 a few months ago is now being sold at about Tk 240 after being packaged by large groups.

"This price increase of Tk 60, Tk 70 or even Tk 80 needs ...

exports

STAR BUSINESS REPORT

The government is tightening its watch on aromatic rice exports as domestic prices rise sharply, asking exporters to report their actual shipments so that unused quotas can be reviewed.

The commerce ministry yesterday directed exporters to submit details of their shipments within three working days. The information will help the ministry reduce or adjust approved quotas in light of the domestic market situation.

Over the past month, the price of BRRI Dhan-34, a fragrant rice variety, rose 13 percent to Tk 140-210 per kilogramme in Dhaka, according to price data compiled by the Department of Agricultural Marketing (DAM).

The price was also 63 percent higher than a year earlier, when the variety sold for Tk 90-125 per kilogramme.

Meanwhile, Chinigura, another aromatic rice variety, has risen to Tk 230 per kilogramme from Tk 190 two weeks ago, a 21 percent increase, according to several grocery shopkeepers in the capital.

The ministry said the quantity approved for export might need to be reduced or adjusted in response to the domestic market situation.

Exporters have therefore been asked to provide their actual shipment figures so the ministry can assess how much of their approved quotas remains unused.

The move is particularly relevant for companies that failed to export their full approved quantities or made only partial shipments. Their unused quotas could now come under review.

The government had earlier approved the export of 45,270 tonnes of aromatic rice for 278 companies in two phases, according to officials. Of these, 211 companies received approval in the first phase and 67 in the second.

At a meeting on August 2, authorities reviewed production, domestic demand, market conditions and the actual volume of aromatic rice exported. They found that several approved exporters had been unable to ship their full quotas.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

The government is also stepping up market monitoring amid allegations from traders that some large millers are holding significant stocks of aromatic rice and releasing less than the market requires, contributing to higher prices.

After reviewing the situation, the commerce ministry decided to strengthen monitoring with the Directorate of National Consumer Rights Protection and relevant business organisations.

The latest data from exporters will help the ministry determine whether existing export quotas should be reduced or adjusted, while allowing companies with genuine export capacity to continue operating.

AHM Shafiuzzaman, president of the Consumers Association of Bangladesh (CAB), said the recent Tk 60-70 increase in the price of aromatic rice was unjustified, especially as the export volume allowed by the government was relatively small compared with domestic production and consumption.

"The first thing is that raising the price by Tk 60 to Tk 70 is simply unjust," he said.

Shafiuzzaman said Bangladesh produces around 20,000 tonnes of aromatic rice annually, while the export orders approved by the government account for only a small share of the market.

He said the government should assess whether allowing exports has actually benefited producers and consumers, and whether suspending exports would help bring prices down.

"If the government promotes exports, Bangladeshis living abroad can consume our aromatic rice and earn dollars for the country. But businesses should not be allowed to use the export permission as an excuse to raise prices in the domestic market," he said.

He also questioned the sharp rise in the price of packaged rice. According to him, a variety that was selling for around Tk 140-170 a few months ago is now being sold at about Tk 240 after being packaged by large groups.

"This price increase of Tk 60, Tk 70 or even Tk 80 needs to be addressed," Shafiuzzaman said.

He urged the government to examine whether a ban or restriction on aromatic rice exports would bring prices down. Without such an assessment, he said, consumers would continue to bear the burden while businesses take advantage of the situation.

The Business Standard
14 AUG 2026

Govt moves to curb aromatic rice exports amid surging domestic prices

ESSENTIALS – BANGLADESH

TBS REPORT

The government has taken steps to tighten aromatic rice exports by reviewing and reducing previously sanctioned quotas following a sharp surge in domestic prices and growing supply shortages.

The commerce ministry has asked companies that received export permission to submit details of the quantities of aromatic rice they have actually shipped abroad within three working days.

The instruction was issued in a letter from the ministry's Export-2 branch yesterday.

The ministry said the current market situation and rising domestic demand warranted a reduction or adjustment of previously approved export quantities.

Md Kamal Hossain, public relations officer at the commerce ministry, said companies that failed to export their approved quantities, or exported only part of them, could have their unused quotas reviewed.

Prices of aromatic rice, including chiniguara, have risen sharply over the past two months, increasing from Tk130 to Tk230 per kg, according to retailers. Shopkeepers also said supplies of aromatic rice had declined at many shops.

A high-level meeting on the market situation of aromatic rice was held at the ministry on 2 August, chaired by Commerce Minister Khandaker Abdul Muktadir.

Based on a recommendation from the food ministry, the commerce ministry approved exports of 45,270 tonnes of aromatic rice for 278 firms in two phases.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো